দৈনিক খবর

তারিখ 19 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

76

৮ দফা মেনে নেয়া না হলে ১৯শে মে অবরোধ

প্রেস ক্লাবের সামনে প্রাথমিক শিক্ষকদের গণঅনশন

।।স্টাফরিপোর্টার।।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শিক্ষক সমাবেশে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ কা ফজলুল হক বলেছেন, শিক্ষক নেতা অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদকে মুক্তি দিন, ৮ দফা মেনে নিন। অন্যথায় ১৯শে মে ঢাকা অবরোধসহ মহা বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হবে।

সরকারী বাধা ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রাথমিক শিক্ষকদের গণঅনশন চলাকালে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নূরুল আবছার।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বঙ্গভবন পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত মহা গণঅনশন পালনের শেষ পর্যায়ে সকলে

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রেসক্লাবের সামনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় দুপুর ১টার সময় প্রেসক্লাব অভিমুখে সমাবেশে ভিড় জমায়। এতে পল্টনের মোড় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টার্নিং পয়েন্ট পর্যন্ত পুরো রাজপথ প্রাথমিক শিক্ষকদের দখলে চলে যাওয়ায় সভাটি মহাসমাবেশে রূপ নেয়। এলাকাটি লোকারণ্য হওয়ায় তীল ধারণের জায়গা ছিলনা।

আজাদের মুক্তি দিতে হবে, দিয়ে দাও কথায় কথায় বদলী করা চলবে না কালা-কানুন বাতিল কর করতে হবে, শিক্ষকদের ৮ দফা মেনে নাও, বিক্ষুব্ধ শ্লোগানের মাঝে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ওয়াহিদুজ্জামান মিয়া।

অধ্যাপক আসাদুল হক, মকবুল হোসেন, এস এম আলতাফ হোসেন, হারুন অর রশিদ, মনোয়ারা বেগম, সৈয়দা রুখসানা হক, জিল্লুর রহিম, ফিরুজউদ্দিন, সৈয়দ বেলালুর রহমান চুনু, গোলাম সরোয়ার ও আফতাবউদ্দিন আহমদ।

সমাবেশে কারাবন্দী শিক্ষক নেতা আজাদের মুক্তির জন্য ১০০ বার দোয়া ইউনুস পাঠ এবং মুনাজাত করা হয়।

খোলা ট্রাকের উপর মাত্র দুটি মাইক লাগিয়ে বিশাল সমাবেশের মাঝে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সভা চলাকালে পুলিশ ৩ খানা রিকশাসহ ৬টি মাইক আটক করে নিয়ে যায়, ঢাকায় আসার পথে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি ও ৭ জন শিক্ষক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবে স্থানীয় প্রশাসন রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা ও ঈশ্বরদী উপজেলার শিক্ষকদের রিজার্ভেশনের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করে ও ঢাকার পথে হয়রানি সৃষ্টি করে। বক্তারা সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার জন্য শিক্ষকদের আহবান জানান।

সমাবেশে বক্তারা শিক্ষক সমিতির নেতা আবুল কালাম আজাদের গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ ও শিক্ষামন্ত্রীর লাগামহীন বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বলেন, আমরা তাঁবুরের রাজনীতি করি না, আমরা সিংহাসন চাই না, প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে শিক্ষার আলো দান করতে চাই। আর শিক্ষার মানকে সমৃদ্ধ করতে শিক্ষকদের দাবী বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। বক্তারা সরকারকে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষকরা লেজুড়বৃত্তিতে বিশ্বাস করেনা। হুমকি, গ্রেফতার, নির্যাতন, বদলীর মাধ্যমে অধ্যাপক আজাদের নেতৃত্বে শিক্ষক আন্দোলনকে বানচাল করা যাবে না। সমাবেশ থেকে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বলা হয়, দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক-[illegible]রা ঘরে ফিরে যাবে না। [illegible]

প্রতিবাদ ও সমালোচনা করে বলেন, "দাবী পূরণ করতে না পারলে খালেদা জিয়ার পুতুল সরকারের প্রয়োজন নেই। একজন টোকাইকে ক্ষমতায় বসালে সে দেশ চালাতে পারবে।"

সমাবেশে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ৭ দফার সাথে আরো ১টি দাবী যোগ করে বলেন, গ্রেফতার, শিক্ষকদের বদলী প্রত্যাহার এবং মুক্তি প্রদান করতে হবে। বাকী ৭ দফার মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন খাতে সকল প্রাথমিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্বখাতে আত্মীকরণ করে অবিলম্বে বেতন ভাতা প্রদান, সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল ও প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতন প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, এতে অধ্যাপক আজাদের মনোনয়নদান এবং বোর্ডে সাহায্য প্রদান কার্যক্রম চালু, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিদান এবং নতুন নিয়োগের বেলায় বিভাগীয় প্রার্থীদের বয়স শর্ত বাতিল এবং দেশ হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বেসরকরী প্রাথমিক স্কুলকে সরকারীকরণ এবং প্রতিটি গ্রামে ১টি করে সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

সমাবেশ থেকে বলা হয়, জনগণের নির্বাচিত ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবীগুলো মানতে ব্যর্থ হলে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচী পালন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

কর্মসূচী

৮ দফার সমর্থনে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সারাদেশে কর্মবিরতি, ঢাকায় সকাল ১১টায় দৈনিক বাংলার জমায়েত ও শোভাযাত্রা এবং দেশের সর্বত্র বিদ্যালয় ভিত্তিক গণসংযোগ। ২৫শে ফেব্রুয়ারী হতে ৩রা মার্চ পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা সদরে দেয়াল লিখন ও হাতে লিখা পোষ্টার লাগানো। ৪ঠা মার্চ হতে ১৭ই মে পর্যন্ত ৮ দফার সমর্থনে জনমত গঠন। ২০শে এপ্রিল কর্মবিরতি ও উপজেলা সদরে বিক্ষোভ। ১২ই মে কর্মবিরতি ও জেলা সদরে বিক্ষোভ। ১৮ই মে হতে অবিরাম ধর্মঘট। ১৫ই মার্চ প্রতিনিধি পরিষদেরসভা।

সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবু সালেহ আবদুস সাত্তার, যুগ্ম-আহবায়ক মোখলেছুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে গতকাল অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষকদের গণঅনশনের উপর সরকারের কঠোর নির্দেশের তীব্র [illegible]তিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ উন্ন[illegible]তের শিক্ষকরা চাকরি করেও [illegible] বেতন না পাওয়ায় [illegible]